নাম-সার

(মাতৃসঙ্গীত)

গিরিবালা দেবী

গিরিবালা দেবী

ভূমিকা

প্রায় একশত বাইশ বৎসর পূর্ব্বে সাধিকা গিরিবালা দেবী ভবানীপুরে এক সম্ভ্রান্ত বংশে জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার পিতার নাম ছিল নন্দকুমার মুখোপাধ্যায়, স্বামীর নাম ছিল পার্ব্বতীচরণ চট্টোপাধ্যায়। এই রত্নগর্ভা মহিলার সবচেয়ে বড় পরিচয় ইনি—শ্রীশ্রীগৌরীমার জননী।

গৌরীমার জননী পরিচয়ও ইঁহার যথেষ্ট নয়। সাধনসঙ্গীত রচয়িত্রী-রূপে ইঁহার নিজস্ব স্বতন্ত্র পরিচয় আছে তাহা একালের লোক জানেন না। কারণ তাঁহার রচিত গানগুলি গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হইলেও প্রচারিত হয় নাই। সেকালের ভক্তদের কণ্ঠে অবশ্য উদ্‌গীত হইত। সেইসকল ভক্তগণ এখন স্বর্গত।

গিরিবালা দেবীর গানগুলি "নামসার" নামে একখানি পুস্তিকায় ১৩০২ সালে প্রকাশিত হইয়াছিল। এতদিন পরে তাহার পুনর্মুদ্রণ হইল।

আমাদের দেশে শাক্ত সঙ্গীত রচনার প্রবর্ত্তক সাধক রামপ্রসাদ। রামপ্রসাদের পর কমলাকান্ত শাক্ত সঙ্গীতের ধারার গৌরব রক্ষা করিয়াছিলেন। তৎপরেও ঐ ধারার বিলোপ হয় নাই। উনবিংশ শতাব্দীর শেষ পর্য্যন্ত বহু ভক্তই শ্যামাসঙ্গীত রচনা করিয়া ঐ ধারাটিকে অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছিলেন। কমলাকান্তের পরবর্ত্তী শাক্ত সঙ্গীত রচয়িতাদের গানে ভক্তির অভাব ঘটে নাই, কিন্তু সাহিত্যিক মূল্য বিশেষ কিছু না থাকায় সেগুলির অতি অল্পসংখ্যকই আমরা মুদ্রিত আকারে পাইয়াছি।

শাক্ত সঙ্গীত যাঁহারা রচনা করিয়াছিলেন—তাঁহাদের মধ্যে কোন মহিলা কবির নাম আমরা পাই নাই। গিরিবালা দেবীই বোধ হয় প্রথম শাক্ত সঙ্গীত রচয়িত্রী। উনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে গিরিবালা দেবীর এই শ্যামাসঙ্গীতগুলি রচিত হয়। এইগুলির সংবাদ সংগ্রাহকদের জানা ছিল না। অতএব বিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে এই গানগুলি

একটা অভিনব আবিষ্কারের মত মনে হইবে। আমার বিশ্বাস এইগুলিকে মুদ্রিত আকারে পাইয়া ভক্তসমাজ অতুল আনন্দ লাভ করিবেন। এইগুলির সাহিত্যিক মূল্যও আছে, সেজন্য বিদ্বৎসমাজেও এইগুলির সমাদর হইবে বলিয়া আমি বিশ্বাস করি।

গিরিবালা দেবী স্কুলকলেজের শিক্ষালাভ না করিলেও আপন গৃহে একনিষ্ঠভাবে সারস্বতসাধনা করিয়া বিদুষী হইয়া উঠেন। তাঁহার সারস্বত সাধনার রূপ তিনি ভাগবত সাধনায় রূপান্তরিত করিয়াছিলেন। গান-গুলিতে কেবল গভীর ভক্তি নয়, গভীর জ্ঞানেরও পরিচয় পাওয়া যায়।

যে গভীর ভক্তি থাকিলে শ্যামা মার প্রতি অভিমান করা চলে, রামপ্রসাদের মতো লেখিকার রচনায় তাহা স্থলে স্থলে পরিস্ফুট হইয়াছে। যেমন—

মা! কে তোমাকে বলে ত্রিনয়নী?
প্রত্যক্ষেতে দেখি, তুমি গো একচোখী,
ভক্তে দিলি ফাঁকি ভবমোহিনী।
দয়াময়ী নাম দীনা প্রতি বাম
সদা অভিলাষ ধনবান ধাম।
তারা, তবপদে সহস্র প্রণাম,
নও বিশ্বমাতা, দস্যুজননী॥

রামপ্রসাদের গানে আমরা পাই, অকপট গভীর ভক্তি থাকিলে তীর্থদর্শনের প্রয়োজন হয় না, আমাদের ঠাকুরও সেই কথা বলিতেন। লেখিকাও বলিয়াছেন—

মনেতে করেছি বন, বনেতে কি প্রয়োজন,
জনালয়েতে নির্জ্জন ডাকি শ্যামা ত্রিনয়না।
লোকদেখানো ভস্ম মেখে কি কার্য্য অরণ্যে থেকে,
মনেতে জঙ্গল রেখে ঘুচে কি ভবযাতনা।

উনবিংশ শতাব্দীতে বহু রাজা, মহারাজা, দেওয়ান ও বিষয়ী লোকেরাও শ্যামাসঙ্গীত রচনা করিতেন। বাংলার শাক্ত ধর্ম্মে ভোগের সঙ্গে যোগের সমন্বয় ঘটিয়াছিল। বিষয়ীরা বিষয় ভোগ করিতেন সত্য, কিন্তু দেববিগ্রহ প্রতিষ্ঠা, দেবমন্দির গঠন, দেবসেবার জন্য সম্পত্তির উৎসর্গ, দান খয়রাত, বারোমাসে তেরো পার্বণে দেবতার নামে উৎসব, সাধুসন্ন্যাসী গুণী জ্ঞানী পণ্ডিতদের প্রতিপালন ইত্যাদি তাঁহাদের বিষয়ভোগেরই অঙ্গীভূত ছিল।

গিরিবালা দেবীরও বিষয়সম্পদ্ ছিল, তিনি তাহার রক্ষণাবেক্ষণ করিতেন—কিন্তু বিষয়ভোগের জন্য নয়, দেবসেবা ও দীনজন প্রতিপালনের জন্য। বিষয়সম্পত্তি সম্বন্ধে তাঁহার অভিজ্ঞতাকে তিনি ভজনসঙ্গীতে রূপ দিয়া গিয়াছেন—ইহাও রামপ্রসাদেরই অনুসৃতি। "বালা" লিখিয়াছেন—

হাজা মজা নাই তালুকে,
বাস করি যার মুলুকে।
সকল রাজার উপর রাজা তাঁর প্রজারা থাকে সুখে।
সে রাজারে রাখলে রাজী,
আপন হ'তে পায় লাখরাজি,
কর দিতে আর হয়না তারে, সে রাজার নাম যে লয় মুখে।
আপনি হয়ে সন্তোষ
প্রজাকে দেয়রে মৌরস
সে মেদি পাটার ধার ধারেনা বসে থাকে সে তাল ঠুকে।
কবে এসে এ'বালা'রে
তসিল করে তসিলদারে ?
এমন রাজায় চিনলে নারে এরূপ রাজ্যেতে থেকে॥

বিষয়সম্পত্তি নাড়াচাড়া করিতে করিতে পার্থিব বিষয়ের অসারতা উপলব্ধি করিয়া তিনি যে আধ্যাত্মিক সম্পদের সন্ধান পাইয়াছিলেন এই গানে তাহার আভাস পাওয়া যায়।

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষে এবং উনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে যে সকল শাক্ত সঙ্গীত রচিত ও প্রকাশিত হইয়াছে এই লেখিকার রচিত সঙ্গীতগুলি তাহাদের চেয়ে কি আন্তরিকতায়, কি ভক্তিবিহ্বলতায়, কি রচনার উৎকর্ষে অপকৃষ্ট নয়।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্ত্তৃক প্রকাশিত শাক্ত পদাবলীতে যে সকল গান সংগৃহীত হইয়াছে সে সকল গানের অনেকগুলির চেয়ে লেখিকার গানগুলি সর্ব্বাংশে উৎকৃষ্টতর মনে করি। ভক্তসমাজে এইসকল গানের প্রচার হওয়া উচিত এবং গীতাবলী সংগ্রহের পুস্তকগুলিতে এইসকল গানের উৎকৃষ্ট নিদর্শনগুলি সংকলিত হওয়া উচিত বলিয়া আমি মনে করি।

শ্রীকালিদাস রায়

প্রকাশিকার নিবেদন

বহু বৎসর পূর্ব্বে পূজনীয়া সন্ন্যাসিনী গৌরীমাতার রত্নগর্ভা জননী—মহাকালীর সাধিকা গিরিবালা দেবী তাঁহার রচিত একখানি "নামসার" আমার হাতে দিয়া বলিয়াছিলেন, "তুমি এখানি আবার ছেপো, আমার মা-কালীর নাম প্রচারে সহায় হয়ো।" এতকাল তাঁহার নির্দ্দেশ পালন করিতে পারি নাই, এজন্য আমার মনে খুবই দুঃখ ছিল, নিজেকে অপরাধী মনে হইত। সুদীর্ঘকাল পরে হইলেও আজ তাঁহার অলোক-সামান্যা সন্ন্যাসিনী কন্যার শততম আবির্ভাব-তিথিতে 'নামসার' পুনরায় প্রকাশ করিতে পারিয়া নিজেকে কৃতার্থ মনে করিতেছি। এবং এই পুণ্যতিথিতে মহিমময়ী মাতা-কন্যাকে অসংখ্য নমস্কার জানাইতেছি।

সাধিকা লেখিকার ভক্তিমূলক এবং কবিত্বপূর্ণ সঙ্গীত সম্পর্কে বাংলার সর্ব্বজনমান্য কবি শ্রীযুক্ত কালিদাস রায় মহাশয় তাঁহার 'ভূমিকায়' সুচিন্তিত মতামত ব্যক্ত করিয়াছেন। লেখিকার বিষয়ে আমি সংক্ষেপে আরও কিছু বলিতে চাই।—শতাধিক বৎসর পূর্ব্বের এই গৃহস্থবধূ যে কেবল 'নামসার' রচনা করিয়াছিলেন তাহা নহে, 'বৈরাগ্য-সঙ্গীতমালা' নামেও তাঁহার একখানি পুস্তিকা বহুপূর্ব্বে প্রকাশিত হইয়াছিল। সাংখ্যদর্শন সম্বন্ধেও তিনি একটি প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন। তিনি সংস্কৃতভাষাও জানিতেন, ইংরাজি ও পারসীও কিছু কিছু জানিতেন। বস্তুতঃ গিরিবালা দেবীর চরিত্র বহুগুণে মণ্ডিত ছিল। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব তাঁহার সঙ্গীত শুনিয়া প্রীত হইয়াছিলেন। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীশ্রীমা সারদা দেবী, শ্রীমৎ স্বামী বিবেকানন্দ প্রমুখ অনেকেই তাঁহার ভবানীপুরস্থ গৃহে পদার্পণ করিয়াছেন। "গৌরীমা"-গ্রন্থে এই বিষয় সবিস্তার বর্ণিত হইয়াছে।

'নামসারে' রচয়িত্রী সঙ্গীতগুলির সুরতালের নির্দ্দেশ দেন নাই, ভক্তগণ নিজ নিজ ভাবানুযায়ী সুরসংযোগে গাহিতেন। এইবার সুগায়ক শ্রীমান বিমানভূষণ পাল সঙ্গীতগুলিতে সুরতাল যোগ করিয়া দিয়াছেন। আর একটি সন্তান এই পুস্তিকা-প্রকাশের ব্যয়ভার বহন করিয়াছেন। শ্রীশ্রীজগদম্বা তাহাদের কল্যাণ করুন।

৩০শে মাঘ, ১৩৬৩

শ্রীদুর্গাপুরী দেবী

শ্রীশ্রীদুর্গা

নাম-সার

(১)

রাগিণী—সুরঠ, তাল—একতাল

হে সুরসেনি, অসুরঘাতিনী, বিপদে তারো বিপদবারিণী।
পড়িয়ে বিপদে শরণ শ্রীপদে লয়েছি শরণাগত-পালিনী ॥
অর্জ্জুনের স্তবে পরিতুষ্টা হয়ে, জয়বাক্য দিলে অন্তরীক্ষে রয়ে,
অভয়া-অভয়ে অভয় পাইয়ে, বধিল কিরীটী কুরুসেনানী ॥
কুমারী কালী কপালী কপিলে, ভদ্রকালী মহাকালী পিঙ্গলে,
হে চণ্ডে চামুণ্ডে, কমলা বগলে, তারিণী আর্য্যে মন্দরবাসিনী ॥
জয়ঙ্করী মহাভাগে বিজয়ে, উমে শিখিপুচ্ছ-ধ্বজধরে জয়ে,
খরখড়্গ ঘোটকধারিণী পীতবাসিনী বরবর্ণিনী ॥
ত্বং স্বাহা স্বধা গায়ত্রী তুষ্টি, সাবিত্রী সরস্বতী সতী পুষ্টি,
সৃষ্টিকর্ত্রী সৃষ্টিহন্ত্রী সৃষ্টিস্রষ্ট্রী আদিকারিণী ॥
শ্বেতা কৃষ্ণানন্দাত্মজে সুররক্ষিণী দল দনুজে,
স'পেছে মন ও চরণাম্বুজে, 'বালা'রে দুস্তরে তার ভবানী ॥

(২)

কাফি—কাহারবা

দয়াময়ি, তোমার দয়ায়

দুঃখ দূরে যায় সদা সুখোদয়, তোমার ও চরণে শরণ যে লয় ॥
মহিষমর্দ্দিনী, মহেশমোহিনী, গণেশজননী, কলুষনাশিনী ;
সুরেরে রাখিতে দনুজদলনী, বিপদ বিপথে পদদ্বয় ॥
ত্রেতাযুগে শুনি সে নীল কমলে, পূজিয়ে মা ছিল যে নীলকমলে,
বোধন অকালে বধিতে একালে রিপুকুল সমুদয় ॥
যত গোপিনী যমুনার তীরে ফলপুষ্প আর কালিন্দীর নীরে,
পূজিয়া তোমারে নন্দের কুমারে পাতভাবে প্রাপ্তা হয় ॥
কেশবের বাণী শুনিয়া ফাল্গুনী কাতরে পূজিল শ্রীপদ দুখানি
ভারতসমরে সে সৈন্যসাগরে, কিরীটী তরে ত্বরায় ।
সত্যযুগে আর সে বৈশ্য সুরথ, পূজিয়ে মা তোরে পূর্ণমনোরথ
হয় অষ্টম মনু এখন চলিত, চিত যেন পদে রয় ॥
কালী কাত্যায়নী যশোদানন্দিনী বিষ্ণুভক্তিদাত্রী মুক্তিবিধায়িনী,
নিদানে প্রদান করগো জননি, চরণ দুখানি এ 'বালা'য় ॥

(৩)

ভৈরবী—ঝাঁপতাল

একি সর্ব্বনেশে মেয়ে রণমাঝে এলো হায় !
একি যুদ্ধ রথযুদ্ধ রথী হয় গিলে খায় ॥
গলায় গাঁথা মড়ার মাথা কাঁকালেতে মড়ার হাতা,
কাণে দুটা মড়া ঝোলে, আবার মড়া পড়ে পায় ।
বামা সর্ব্বনেশে রণ করে রসনায় রুধির ধরে,
কাটে মাথা চতুষ্করে, কারে বা ধরে চিবায়,

হেরিয়ে হয় আতঙ্ক, নখেতে বিঁধে মাতঙ্গ,
রণমাঝে করে রঙ্গ করেতে করী দোলায়।
বামার চুলগুলো পড়েছে খুলে, নাহি তাহা বাঁধে তুলে,
বারেক ভ্রমেতে ভুলে বিশ্রাম নাহিকো লয়।
রণেতে এলো উলঙ্গ, নাহি তার ভ্রূভঙ্গ,
সৃষ্টি নাশি রণ বুঝি বামা করে যায়।
এলো তিমিরবরণে, মত্ত হয়ে তমোগুণে,
হুহুংকার শব্দ শুনে কেহ মূর্চ্ছি পড়ে যায়।
(যদি) যায় কেউ রণ ছেড়ে বামা অমনি ধরে তেড়ে,
রণ করে এড়ে বেড়ে, বামারে এড়ানো দায়।
'কিঙ্করী' কহিছে তারা, জানি তুমি নিরাকারা
ব্রহ্মময়ী পরাৎপরা, ব্রহ্মজ্ঞান দেহি আমায়॥

(৪)

বাগেশ্রী—দাদরা

আবার এটা এলো কেটা এলোকেশা দিগম্বরা,
বিকটদশনা, লোলরসনা অতি ভয়ঙ্করা।
কপাল থেকে লাফিয়ে পড়ে,
ধচ্চে খাচ্চে গিলছে আড়ে,
অসি লয়ে কাটচে তেড়ে, মসীবর্ণ শশীধরা।
হুহুঙ্কারে দৈত্যনাশ, মুহুর্মুহুঃ অট্টহাস,
মেঘে বিজলি প্রকাশ ভক্তজন ভয়হরা।
যেন 'বালা'র আঁখি কাছে,
মড়ার উপর দাঁড়িয়ে নাচে,
হায় এ রূপ যে দেখেছে, তার হয়েছে কর্ম্ম সারা॥

(৫)

কীর্ত্তন—দাদরা

আর কি কোথাও কে দেখেছ কও, এহেন রূপরাশিরে ;
চন্দ্রচমকে অনলঝলকে অমানিশা পূর্ণমাসীরে,
অরুণ বিকাশে, চপলা প্রকাশে, আ মরি কি সুধাহাসিরে ;
মা আমার মা-বাপের জননী, পিতামহ-মাতা এমন দেখিনি,
আহা মরি মরি কিবা রূপখানি, মা আমার সদা ষোড়শী রে ॥
পদে পড়ে ভোলা হইয়া বিভোলা, তেজোময়ীর তেজে ত্রিজগত আলা,
তাই ভেবে 'বালা,' হয়ে কালীবোলা, হলো কালীপদে দাসীরে ॥

(৬)

বেহাগ মিশ্র—ঝাঁপতাল

আনন্দে আনন্দময়ী নাচ মা মম হৃদয়ে ।
সদানন্দে হেরি পদ ধ্যানস্থ আঁখি মুদিয়ে,
নাচ মা মম হৃদয়ে ॥
পেতে দিছি বক্ষস্থল, রাখিয়া চরণযুগল,
সুধাপানে ঢল ঢল নাচ টলিয়ে টলিয়ে ।
কঙ্কণ কিঙ্কিণী তবে বাজাবে, সঙ্গীত গাবে,
নূপুর নীরবে রবে, অটল পদ পাইয়ে ।
কাতরে কহিছে 'বালা,' ঘুচা মা, এ ভবজ্বালা,
কৃপা করি গিরিবালায় জীবত্বে শিবত্ব দিয়ে ॥

(৭)

ভীমপলশ্রী—দাদরা

শ্মশান-শব-চিতা-মুণ্ড-সাধনে কিবা প্রয়োজন,
কালী কালী কব, আনন্দে বেড়াব, কালী-প্রেমে রব হয়ে মগন ।

অণিমা লঘিমা অষ্টসিদ্ধি তার, সাধনে প্রয়োজন নাহি রহে আর,
যে ধরে হৃদয়ে চরণ তোমার, করতলে তার এ তিন ভুবন ॥
শ্মশানসিদ্ধ অর্থ আসনসিদ্ধ হয়, শবসিদ্ধ অর্থ দেহাটলে রয়,
চিতাসিদ্ধ অর্থ চিত্তস্থিরতায়, মুণ্ডসিদ্ধ মস্তক ও-পদে অর্পণ।
দূরে বিক্ষেপিয়া আত্ম-অভিমান, জীবত্বে হইয়া শবেরি সমান,
সতর্কে সে পদে সঁপি 'বালা' প্রাণ, নামামৃত পান করে অনুক্ষণ ॥

(৮)

ঝিঁঝিট—দাদরা

আমার কাজ কি মা রেচকে,
কাজ কি গো পূরকে, আমার কাজ কি মা কুম্ভকে।
অহরহ কালী নামে আমার মন যেন উন্মত্ত থাকে ॥
ভেবে ষটচক্র-ভেদ, না হয় তাহে নাহি মা খেদ,
কালীনাম মহাবেদ, যেন সর্ব্বদা রসনায় ডাকে।
একে 'বালা' বালা-বুদ্ধি, কিরূপে হয় ভূতশুদ্ধি,
ওমা কালীনামে করি আত্মশুদ্ধি সিদ্ধেশ্বরীর হই সেবিকে।

(৯)

কাফি—ত্রিতাল

কালীনাম প্রাণায়ামে মন শুচি যার।
প্রায়শ্চিত্ত ভূতশুদ্ধি কিবা কার্য্য তার ॥
ভ্রমি যত তীর্থদেশ, মুণ্ডন করিয়ে কেশ,
বল তাহে কি বিশেষ হবে উপকার ॥
কালী কালী বলে ডাকি, মা নামে আনন্দে থাকি,
সদা দেখি মুদে আঁখি, পূর্ণকাম এ 'বালা'র ॥

(১০)

পটদিপ—কাহারবা

যে জন জানে না ওমা তারাগো, তোর আরাধনা।
পাতকী বলে তবে কি কালী তারে তারিবে না ॥
সাধনা করে তোমারে যেবা গেল ভবপারে,
তুমি কি তরালে তারে, ওমা শ্যামা, তা বলনা।
সাধকে কৈবল্যধাম, পাতকীকে যদি বাম,
পতিতপাবনী নাম তবে গো আর রেখো না।
যেন দুর্গা অহর্নিশি নামানন্দে সদা ভাসি,
কালী তারা মুক্তকেশী, যেন ভাষে সদা রসনা।
আমি মা তোর কুঁড়ে মেয়ে, পাব তোকে না পূজিয়ে,
শিয়রে নামগঙ্গা লয়ে রয়েছি, তা কি জান না ॥

(১১)

রামপ্রসাদী—দাদরা

মা তবে কি হবে এ দীনার গতি,
তুমি না করিলে কৃপা ঘুচে কিসে গতাগতি।
গতায়াত বারে বার, কতই করিব আর,
মাতৃগর্ভ অন্ধকার কতই দুর্গতি।
পূজা জপ আদি যত, কিছুই তা জানিনা তো,
এই জানি তুমি মাতঃ, আমি তব সন্ততি।
তোমারে বলেছি মা, আর না বলিব মা,
জন্মকর্ম্ম শেষ শ্যামা করো এই মিনতি ॥

(১২)

দেশমিশ্র—ঝাপতাল

কমলিনী কুমুদিনী নীলনলিনী।
দিবাকর শশধর মধুকর করে ধ্বনি ॥
কমল কুমুদ ফুটে, নীলনলিনী তাতে জুটে,
রবি শশী কর লুটে, ছুটে মরে চকোরিণী।
সে পদ্ম সামান্য নয়, স্রোতজলে ফুটে রয়,
ভেসে গেলে পাওয়া দায়, পাবে না বাড়ালে পাণি ॥
হেসে হেসে বলে 'বালা', সরোজি বাধালি জ্বালা,
ভেলা গো তুই ভেলা ভেলা, ভবভেলা-স্বরূপিণী ॥

(১৩)

ছায়ানট—দাদরা

মা তোর পদে লুকায়ে থাকি,
অহরহঃ নয়ন মুদে ও রূপখানি সদাই দেখি।
ঐ দেখা যায় দেখ মা শ্যামা, শমন মারে উঁকি ঝুঁকি,
কখন এসে ধরে বা সে, ঐ ভয়ে মা তোরে ডাকি।
মা ভবারাধ্যে, জগতবন্দ্যে জগতমাতা তুমি নাকি,
কালীবোলা এ অবলা, 'বালা'রে দিও না ফাঁকি ॥

(১৪)

জৌনপুরী—দাদরা

আয় মা এ হৃদয়ের মাঝে, দয়াময়ী দয়া করে নিজে।
মা, তব শূন্য হৃদয় দেখে প্রাণ পক্ষে কাল বাজে ॥
এমা ধরে পাছে, কালীনামে পাছে মা কলঙ্ক বাজে।
কালে তার কি অধিকার, কালীনাম নিয়েছে যে ॥

আমি ভুলেও কি বলিনে কালী, নমি নাই কি পদাম্বুজে।
শিবেরে অমান্য শ্যামা করিবি মা কোন লাজে।
'বালা'য় রেখেছ রাখিতে হবে, রক্ষিণী নিজের গরজে॥

(১৫)

ভৈরবী—দাদরা

দীনাকে করুণা করো গো শিবে,
ওমা অভয়া, দিয়া পদছায়া কবে দয়া আমায় প্রকাশিবে।
ভুলে ক-অক্ষর যেবা জিহ্বায় আনে, তার অধিকার নাহিক শমনে,
সম্পদের বৃদ্ধি শ্যামার স্মরণে, মরণে সে জন মোক্ষ যে পাইবে।
শুনেছি পুরাণে তুমি গো কালিকে, বর্গাতীত ফলপ্রদায়িকে,
কে আর দেবতা তোমার অধিকে, দেব দেবদেব মহাদেব সেবে॥

(১৬)

কীর্ত্তন—দাদরা

মা তোর ক-অক্ষর কে জানে কেমন।
আর কি আছে মা তেমন॥
যদি না বলিতে পারি কালী কালী কয়েকবার জিহ্বাগ্রেতে যেন কালী বলি,
তাহলে মা বলা হইল সকলি, সাধে কি প্রহ্লাদের প্রেমাশ্রু পতন।
বাম রেখা বিষ্ণু দক্ষে ব্রহ্ম কয়, শেষ রেখা রুদ্র শূন্যে শিব হয়,
মাত্রা সরস্বতী অঙ্কুরেতে রয়, কুণ্ডলিনী শক্তি শুনেছি যেমন।
শূন্য বর্ণে করিছ বিহার, বেদ আদি ভেদ না পায় তোমার,
এ ভবযন্ত্রণা হরিয়ে 'বালা'র নিজগুণে দেহ শীতল চরণ॥

(১৭)

কাফি মিশ্র—কাহারবা

দলে দলে দলবাসিনী, বর্ণরূপে বর্ণবর্ণিনী,
অক্ষরে সাক্ষাৎ ব্রহ্মস্বরূপিণী।

হইয়া বর্ণ পঞ্চাশ, দলেতে হও প্রকাশ, কমলে কর বিলাস।
কমলিনী চিত্তক্ষে বাসান্ত হও, ষষ্ঠেতে বল বলাও,
দিকে ভ ফ ক ঠাদিতে ষোড়শে স্বরাকারিণী।
দ্বিফলে হং ক্ষং রূপা, সতত জপ অজপা,
লইয়ে হর্য্যক্ষ ক্ষেপা মরালে মরালিনী।
মাতৃন্যাসে পঞ্চ অঙ্গে, বিহার কর মা রঙ্গে,
'বালা'রে এ ভবাতঙ্কে রক্ষ গো ভবরাণী॥

(১৮)

আনন্দ ভৈরবী—ঝাঁপতাল

ওমা সার্দ্ধত্রি-বলয়াকারে, বেড়ে আছ মূলাধারে,
মুখখানি রেখেছ গো মা ব্রহ্মময়ি, ব্রহ্মদ্বারে।
সে মুখ হ'তে সুধা পেতে কার সাধ্য, কেবা পারে॥
শ্যামল স্বয়ম্ভু সঙ্গে বড় রঙ্গে আছ ঘুমের ঘোরে।
যদি তেমন বেদে হতে পারি ধরবো কাকোদরা তোরে॥
ওমা ভক্তির কান্দনি গেয়ে বাজায়ে জ্ঞানডম্বুরে,
যেমন জাগবে অমনি রাখবে 'বালা' মন হুড়পীর ভেতর পুরে॥

(১৯)

জৌনপুরী—দাদরা

কবে মা সে দিন পাব,
জপিতে জপিতে নাম ও তোর নামসাগরে ডুবে যাব।
ডুবিয়ে তলায় গিয়ে, ক্ষুধা যাবে সুধা পিয়ে,
জুড়াবে তাপিত হিয়ে, ভববন্ধনে এড়াব।
গগনেরে পরিহরি, বায়ু অগ্নি ভেদ করি,
পশ্চাৎ করিয়ে বারি, মৃত্তিকাতে গিয়ে দাঁড়াব।

'পতিতা পুনরুত্থিতা' হয়ে গো তব দুহিতা,
কবে গো হয়বনিতা গুরুধাম প্রাপ্ত হব, কবে সত্যলোকে যাব ॥

(২০)

ভৈরবী—একতাল

জাগো কুলকুণ্ডলিনী আধারকমল হতে।
উঠি স্নান কর দুর্গা ষড়দল-নীরজেতে ॥
আসিয়ে মা দশদলে, আহুতি দিয়ে অনলে,
বিশ্রাম লও বায়ুস্থলে, আসিয়ে মা অনাহতে।
আকাশে করিয়া গতি, মিল যথা পশুপতি,
রোধি রবিশশী গতি, বিহর মা পাবকেতে।
চন্দ্র সূর্য্য বৈশ্বানরে আছে যথা আলো করে,
বিহর মা সহস্রারে তারা মরাল-মন্ত্রেতে।
ভেদ করি ব্রহ্মকটা, হেরি গো তোর রূপছটা,
তেজোময়ীর তেজঘটা বিহর সর্ব্বঘটেতে।
এ ভাব 'বালা'র কবে হবে, ভবতম দূরে যাবে,
মা তোরে হেরিব যবে, সদা সৎবস্তু মাত্রেতে ॥

(২১)

আশাবরী—দাদরা

তারা যে আমার নয়নতারা, আমি সকল দেখি তারাকারা।
তারারে দেখিতে আমি মানিনাকো তিথি তারা,
এমনি তারাগত জীবন যাদের, তারাই জানে কি ধন তারা।
তারা তারা তারা বলে জীবন যেন হয়গো সারা,
রাবণের ঘেসেড়ার করে যেন বালা না দেয় ধরা।
তারানাম তরিবার ভেলা, নামে ঘুচে ভবজ্বালা,
পরে 'বালা' নামের মালা, সদাই বলে তারা তারা ॥

(২২)

কাফি—কাহারবা

তারা, উপায় ও-পায়, ক্রিয়াহীনা এই দীনা তুমি মা উপায়।
চরণে দিয়েছি ভার, ভাবিতে না পারি আর,
কালী সম্পদ আমার, কালীনাম সহায়।
কি হবে কি হবে ভেবে, ভাসিতেছি ভবার্ণবে,
কৃপা করি ওমা শিবে, রক্ষ এ 'বালা'য়।
খাইনা যত হাবুডুবু, কিছুতে না হব কাবু,
কালী বলে ডাকবো তবু কালী গো তোমায়।
এ মনে ভরসা রাখি, ওগো রাকাচন্দ্রমুখী,
অবশ্য হইব সুখী কালীর কৃপায়॥

(২৩)

জৌনপুরী—দাদরা

কালী দেহি মে দেহি মে দিন।
কালী কালী কালী, কালী বলে কালী, গত করি বাকি দিন॥
বশে রবে সব পরিবার যত, অহরহ পিব কালীনামামৃত,
দূরেতে রহিবে দিনকর-সুত, আগত হলে সে দিন।
সপ্ত স্বর লয়ে আছে তিন গ্রাম, সকলে মিলিয়া গাইব ও-নাম,
অনায়াসে পাব সুখমোক্ষধাম পরিশোধ সব ঋণ।
বর্ণময়ি, গাঁথি বর্ণে বর্ণহার প্রতিদিন দিব তোরে উপহার,
তবে ত 'বালার' মালার বাহার, মন হবে মলাহীন॥

(২৪)

কাফিমিশ্র—ত্রিতাল

কালী কে জানে মহিমা তোমার,
বিরিঞ্চি বাসব বিষ্ণু আদি সাধ্য কার।

জানিতে ইচ্ছুক হয়ে, ভব ভেবে না পাইয়ে,
শিব শবরূপ হয়ে চরণে পড়ে আবার।
বাহিকে অদৃশ্য হও, সদা অভ্যন্তরে রও,
নির্গুণেতে লিপ্ত নও, গুণে ব্যাপ্ত ত্রিসংসার।
অংশুময়ী অংশরূপা, নির্গুণে গুণস্বরূপা,
হয়ে বালা বৃদ্ধা যুবা নিরাকারেতে সাকার।
বস্তুমাত্রেতে বিমলা, বিহরিছ হয়ে কলা,
তোমারি এ নাট্যখেলা, 'বালা' তা জেনেছে সার ॥

(২৫)

বেহাগ—ঝাঁপতাল

আর কত ঘুমায়ে রবে, যাতনা আর কত সবে,
জাগিয়ে জাগায়ে চিত, চেতস্থানে কবে লবে।
অধোমুখী উর্দ্ধমুখে কবে গো ফুটিবে সুখে,
ত্রাণ পাব এ ভবদুঃখে, ভবানী কৃপা করিবে।
কেন এত খোসামুদি, গুরুদত্ত মহৌষধি,
বশে আনতে পারি যদি, নিজেই দ্বার ছেড়ে দিবে।
কেন বা হই স্থূলে ভুল, শ্রীনাথ দত্ত ঈশের মূল,
টান ত্রাণে হয়ে ব্যাকুল, সাপিনী জেগে উঠিবে।
লবে 'বালা' নামমালা, জপিবে বসি দুবেলা,
এড়ায়ে বিষয়ের জালা, সদা কালী কালী কবে ॥

(২৬)

কালী করো মা করুণা এ দীনে।
দুঃখবারিণী, সুখদায়িনী, দুঃখে কে আর তারিবে গো তারা বিনে ॥
দীনা হীনা ক্ষীণা আমি, সকলি জান মা তুমি, যেরূপে রেখেছ কাল হরণে;
নাহি সুখলেশ, পেতেছি ক্লেশ, 'বালা' বিশেষ কি কবে শ্যামাচরণে ॥

(২৭)

বাগেশ্রী—ত্রিতাল

জয় কালী করাল-কাল-ভয়-বারিণী,
কাল-ভয়-হরা মহাকাল-মোহিনী।
স্মরণে তোমারি হয় গোষ্পদ এ ভববারি,
কৃপায় পঙ্গু লঙ্ঘে গিরি, গিরীন্দ্রনন্দিনি।
যেন সদা মন ভাবে ঐ রাঙা শ্রীচরণ,
'বালা'-জ্বালা নিবারণ তবে গো জননি॥

(২৮)

বেহাগ—ঝাঁপতাল

সকাতরে তারা তোরে তাই ডাকি মা বারে বারে,
সহিতে পারিনে গো আর, ভবক্লেশ বারে বারে।
ভব-গঞ্জনা যন্ত্রণা, জননি আর সহে না,
কৃপা করি ত্রিনয়না তরা মা, বারেক হেরে।
বার বার এইবার করে দে মা, ভবপার,
আর তোমায় দিব না ভার, গিয়ে পরপারে।
'কিঙ্করী' কহিছে তারা, অয়ি ভবদুঃখহরা,
হর দুঃখ ভবদারা, ভববাক্য অনুসারে॥

(২৯)

কীর্ত্তন—দাদরা

কালী কালী কালী কালী, কালী বলে ডাকি তাই,
যখন শ্যামা তোমায় ডাকি সব যন্ত্রণা এড়াই।
কালী বলে যখন ডাকি, তখন হই মা পরম সুখী,
তাইগো তারা, তোরে ডাকি রাজ্য-বাঞ্ছা ইথে নাই।

অন্য বাঞ্ছা নাই বিমলা, 'বালা'র বাঞ্ছা গিরিবালা,
শবপরে শশীভালা হেরি মা, যেন সদাই ॥

(৩০

খাম্বাজ—ঝাঁপতাল

সংগোপনে শবসাধনা সদা মা, বাসনা করি,
দুরাশা মনের অন্ত হ'লনা বুঝি শঙ্করী।
শ্মশান পৃথিবী ভেবে, আরোহিয়ে দেহ শবে,
প্রাণসাধক সদা ডাকিবে তোমারে মা সিদ্ধেশ্বরী।
ভৈরব বেতাল প্রায়, মন আমার বিঘ্ন ঘটায়,
ফেলে দেয় ঘোর মায়ায়, প্রাণ যায়, বল কি করি।
দিয়ে শিব উত্তরসাধক, হরিয়ে সব পাতক,
লয়ে চল শিবলোকে, 'বালা'য় ক'রে লোকান্তরি ॥

(৩১)

দেশমিশ্র—ঝাঁপতাল

আর কতদিন আছে বল্ মা, পেতে মা সুদিন এ দিন হ'তে;
দিনাভাবে তারা, জীবনেতে মরা হয়ে কত রব এই পৃথিবীতে।
ক্রীতদাসদাসী ভাবে মা যেমন, সুখ আশা করে হইল মরণ,
তাই কি জননি, ঘটালি এমন, কি বিধির লিখন এই কপালেতে।
বিধি ভব সব তব আজ্ঞাকারী, বিধিলিপি কি মা তোর কাছে ভারী,
কপালমালিনী কপালখণ্ডিনী, সৃষ্টিস্থিতিলয় কটাক্ষেতে।
'বালা' এই সুখ করে অনুভব, পাইলে বিভব তোরে ভুলে যাব,
যতদিন রব তোরে মা ডাকিব, ছুঁতে না পারিবে দিনকর-সুতে ॥

(৩২)

ঝিঁঝিট—দাদরা

কালী নামে মারব পাড়ি, এবার করব যমের সঙ্গে আড়ি।
এখন আমায় ধরতে এলে মারব তারে নামের বাড়ি॥
যাব কালীনামে কালীধামে, যাব না আর যমের বাড়ী,
সে গুণটানারা খুন হয়েছে যারা ছ'দিকে টানত দড়ি।
হয়ে সঙ্গহারা তুফান খেয়ে, মন এখন আর নাই আনাড়ি॥
কালী নাম সুবাতাস, নাম কর্ণধার, নাম তরী, নাম হবে দাঁড়ি।
যাব সুখের হালে নাম-পালে, কাজ কি 'বালা'র তাড়াতাড়ি॥

(৩৩)

কীর্ত্তন—দাদরা

যে জন স'পেছে প্রাণমন রাঙাচরণে,
কেমনে বঞ্চনা কালি, করিবি মা সে জনে,
অহরহঃ কালী বিনে অন্যে যেবা নাহি জানে,
কেমনে সে জনে শ্যামা, স'পিবি মা শমনে।
কালী কালী কালী বলে তরি ভবতুফানে,
আজ ডুবে কি মরিবে 'বালা' গোষ্পদেরি জীবনে॥

(৩৪)

কীর্ত্তন—কাহারবা

কালী কালী কালী কালী কালী কালী বলি,
কালী নাম জোরে যাব তরে বাদীর মুখে দিয়ে কালি।
যাতে তাতে ডেকে নাম, মরা বলে পেলে রাম,
কালী নামে সুখমোক্ষধাম, নাম আমার সকলি।
কালী কালী কালী বলে, রব সদা কুতুহলে,
'বালা' কালীপদতলে দেছে মানস-অঞ্জলি॥

(৩৫)

আসিয়া বিহর আশু আশুতোষ-মোহিনি,
মনে অধিষ্ঠাত্রী চেতবন বিহারিণী।
তোমার বিরহে বনে রহিয়া শ্বাপদগণে,
হিংসিয়া গতির পথ রোধিছে দিবা যামিনী।
কাম কেশরী তায়, ক্রোধ শার্দ্দূল প্রায়,
লোভ গণ্ডার, মদ কুঞ্জর, কুঞ্চ লোচনী,
তাহে আছে অহংকার, ধরে অহির আকার,
মোহ বুনো বরা তার গোঁয়ে পড়ে যায় প্রাণী।
মমতা কণ্টকী লতা, জ্ঞান তরু আচ্ছাদিতা,
কিরূপে বল ছেদি তা ওগো কৃপাণধারিণি,
আনন্দময় পুষ্প আছে, অমৃতফল সে গাছে,
সে আস্বাদন যে লয়েছে সে হয়েছে পরম জ্ঞানী।
সত্যরূপ তার মূলে রয়ে, সুশীতল তার ছায়া পেয়ে,
জুড়াবে তাপিত হিয়ে, তাপিতা তব নন্দিনী,
যত জিতেন্দ্রিয় পক্ষে বিহরিছে সেই বৃক্ষে,
দেখিব পবিত্র চক্ষে জ্ঞানরূপ অরণ্যানী॥

(৩৬)

ভৈরবী—ত্রিতাল

আমার দেহযন্ত্রে যন্ত্রী হয়ে ওরে প্রাণ,
অবিশ্রাম কর কালীর গুণগান।
বাজায়ে দেহ-সেতারা, কর গান বলে তারা,
ভাব সদা ভবদারা যদি ভবে পাবে ত্রাণ॥
কি কাজ মেজ্রাপে পুরি তর্জ্জনী, মন মেজ্রাপ রসনা সহ ডাক দিবারজনী,
একে কাঁচা তারে বাঁধা এ যন্ত্রখানি,

কবে সে তার ছিঁড়ে যাবে, সে তারে তোর কি করিবে,
সে তার লইতে কর তার সন্ধান ॥
তারকব্রহ্ম নামেতে দাও মূর্চ্ছনা, অটল ভাবেতে কর অটল ঠাটের বাজনা,
বাজালে এ ভবজ্বালা রবে না।
দাও মৃড়ানী নামেতে মীড়, করি মনপ্রাণ স্থির,
শ্যামানাম-সুরে বেঁধে রাখ কান ॥
রেখাব গান্ধার আদি আর যে চার,
ভৈরবীতে আলাপিয়ে আলাপন রাখ তার,
তারা মুদারা আর কি উদার,
থাক ত্রিগ্রামে ত্রিতন্ত্রী হয়ে, কি হবে লাউ কাঠ বয়ে,
তারানামামৃত সদা কর পান ॥

তন্ত্র-মন্ত্র-যন্ত্রময়ী মা আমার,
স্বতন্ত্র তারার তন্ত্র বুঝে উঠে সাধ্য কার,
ত্রিতন্ত্রে বাজিছে যন্ত্র অনিবার,
থাক কালীগুণ সদা গেয়ে, সদানন্দে নন্দী হয়ে,
'বালা' তেয়াগিয়ে আত্ম-অভিমান ॥

(৩৭)

ভৈরবী—যৎ

আনন্দের মালঞ্চে চল যাই মালিনী হয়ে,
লহ রে নিবৃত্তি-সাজি করেতে করিয়ে।
সন্তোষ-গোলাপ তায়, শোভে শান্তি-মল্লিকায়,
শোভিছে ক্ষমা-জবায় ফুল লহ রে তুলিয়ে ॥
অশোক অশোক, সদাসুখ কিংশুক,
সমদৃষ্টি সোমমুখী ফুল রয়েছে ফুটিয়ে।

নিষ্কাম কামিনী ফুলে জিতেন্দ্রিয় অলিকুলে,
ভ্রমণ করিছে মুক্তি-মধুর লাগিয়ে ॥
নানাবর্ণে বর্ণফুলে, গাঁথ হার মনে তুলে,
তুষ্টা নগরাজবালা এ মালা পাইয়ে।
মনেরে কহিছে 'বালা', কখন হবে এ ফুল তোলা,
ক্রমেতে যেতেছে বেলা দেখরে ভাবিয়ে ॥

(৩৮)

ভৈরবী—দাদরা

মন চিন্তা কেন মনে,
মনে মনে তুলি ফুল পূজ শ্যামাধনে।
জ্ঞানগঙ্গাস্নান কর, প্রশুদ্ধ হবে অন্তর,
যেতে তায় হবে না আর সুরধুনী-সন্নিধানে।
শুন মন, বলি তোমারে, পূজ পদ সহস্রারে,
'ইহ তিষ্ঠ' করি তাঁরে হৃদি-পদ্মাসনে।
সহস্রদলে পূজিতে দ্বিধা না ভাবিহ চিতে,
ধরি পদ হৃদয়েতে গুরু পড়ে সে চরণে।
'বালা' মনেরে কহিছে, এ হতে কি পূজা আছে,
গুরুপূজা ইষ্টপূজা একই পূজনে ॥

(৩৯)

ঝিঁঝিট—কাহারবা

সাজান ভাবপ্রসূনে এই দেহ ফুলডালা,
এবার মনের ফুলে করব পূজা, বনের ফুল তোলা মা, বিষম জ্বালা।
চিত-প্রকল্পিত ফুলে, শোভে তরু ভক্তিমূলে,
সদানন্দেতে সে ফুলে তোর গলে দিব গাঁথি মালা।

জয় কালী জয় কালী বলি, পদে দিব পুষ্পাঞ্জলি,
কালীধামে যাব চলি, কালীবোলা এ অবলা ॥

(৪০)

সোহিনী—দাদরা

আমি তাইতে কোমর বাঁধি, জানি শিব হবে না মিথ্যাবাদী।
খেলাচ্চ মা, খেলাও না মা, খেলাও গে যাও,
আমি জানি তুমি হারামজাদী।
শেষাবস্থা গিরির যখন, মেনার মেয়ে হলো তখন,
তাই কি প্রকাশ করিবে এখন, করগে যাও,
তোমার জন্মেতে দোষ থাকে যদি।
সতী কন্যা বাপের মেয়ে, কি করিবে তায় ভয় দেখায়ে,
সতত ডাকি অভয়ে, ভয় কি ভয়ে, যেন অভয়া নাম সদা সাধি।
শিব লিখেছেন ক-কার কুটে, তন্ত্রসারে ত-কার তুটে,
কার সাধ্য আর তা টুটে, জটের কলম, তাতে নাইকো কোন কাদিবাদি ॥

(৪১)

কানাড়া—দাদরা

খেলতে এসে ভবের তাসে কেন বেরং হয়ে পড়ে রইলি পাশে।
একবার রংয়ের গোলাম হয়ে দেখ মন, মারবি টেক্কা চৌদ্দ অনায়াসে ॥
ওরে গোলামিতে কি যে মজা, জানে কেবল কৃত্তিবাসে,
হরগৌরী ইস্তকেতে, বিন্তি মার তাতে মিশে,
ওরে দশ টেক্কা পাবি যখন, মারবিরে হন্দর পঞ্চাশে।
ক্রমে ক্রমে হন্দরবাণে, বম বলে বম ধরবি কশে,
রিপুছক্কা মেরে, ববম ববম করে 'বালা' যমকে জিতে বসবে শেষে ॥

(৪২)

কাফি—দাদরা

মন একি খেলা খেলালি,
ও মন থাকতে নয়ন অন্ধ হলি।
তেলী হয়ে পিছলে গিয়ে আবার কড়ে নিয়ে খেলতে এলি ॥
খেলকীর কাছে ভেল্‌কি হয়ে বেলে খেলে কাল কাটালি,
সবাই গিয়ে বুড়ী ছুঁলে, তুই দোতাড়াতে প্রাণ হারালি।
এখন ভাঙ্গল খেলা, যাবার বেলা সাত চালেতে আঁধি হলি ॥
ও মন পাজি, কাণা মাছি হয়ে কত ঠোক্কর খেলি।
তবু কালী তারা কাত্যায়নীর মধ্যে একটি নাম না নিলি ॥
আঁধি হয়ে ঘরে গিয়ে, ব্যাঙ পোড়ায়ে ভাতটি খেলি।
পারলি নি মন বুড়ী ছুঁতে কেবল 'বালা'য়ে মজালি ॥

(৪৩)

কাফি—ত্রিতাল

মন মজো না মজো না, মজ কালীতে।
অন্য ভজনা মনেও করো না, ভজ কালীর চরণ মন অনন্যমনেতে ॥
কালী বলে কাট কাল, রক্ষ নিজ পরকাল,
সামাল, পড়ো না যেন ইন্দ্রিয়জালেতে,
পরকীয় প্রেমে রত, হলে হবি জ্ঞান হত,
পিয় কালী-নামামৃত, মত্ত রও সে নামেতে।
হলে পিশাচের বশ, হারাইবি ধর্ম্ম যশ,
একাদশ রাখ বশ থাক কালীপ্রেমেতে।
কালীপ্রেমে কত মজা, সে জানে যে কালীভজা,
আপন রাজ্যে আপনি রাজা, থাকে পরমসুখেতে ॥

(৪৪)

ভৈরবী—কাহারবা

হাজা মজা নাই তালুকে, বাস করি যার মুলুকে।
সকল রাজার উপর রাজা, তাঁর প্রজারা থাকে সুখে ॥
সে রাজারে রাখলে রাজি, আপন হতে পায় লাখরাজি,
কর দিতে আর হয় না তারে, সে রাজার নাম যে লয় মুখে।
আপনি হয়ে সন্তোষ, প্রজাকে দেয়রে মৌরস,
সে মেদি পাটার ধার ধারে না, বসে থাকে সে তাল ঠুকে।
কবে এসে এ 'বালা'রে, তসিল করে তসিলদারে,
এমন রাজায় চিনলে নারে, এরূপ রাজ্যেতে থেকে ॥

(৪৫)

গৌরী—দাদরা

ভয় কি মন, ভাব অনুক্ষণ, শিবদায়িনী শিবে শবাসনা।
ভাবিলে সে পদ রবে না বিপদ, ভবানী ভাবিলে ভয় থাকে না ॥
বিরক্ত হও রে বিষয়-বাসনাতে, সদা কালী কালী বল রসনাতে।
কাল হর কালী ভাবিয়া মনেতে, কালেতে তোরে কালে ছোঁবে না ॥
মনে কয় 'বালা', যাবে ভবজ্বালা, অষ্ট যাম জপ কালীনাম-মালা।
ধরি নামভেলা, তরো ভববেলা, বেলা যায় তাকি দেখেও দেখ না ॥

(৪৬)

কল্যাণ—দাদরা

পেতে পদাশ্রয়, ত্যজ লোকভয়, ভবানীচরণে লওরে শরণ।
কালীপদ আশে, কলঙ্কিনী কিসে, ক্রমে অষ্টপাশে কররে ছেদন ॥
করিছ সাধনা ভাবিয়ে সাধক, উপহাস করে করুক অন্য লোক।
ত্যজ মায়া-মোহ-সুখ-দুঃখ-শোক, ভজ গুরুদত্ত নিত্য সিদ্ধধন ॥

ঐহিক বিভব সব পড়ি রবে, কি করিবে তব লোকজনরবে,
শ্যামাপদে মন সতর্কেতে রবে, ভবে আসা তবে হবে নিবারণ ॥
ঘটে মঠে পটে কিম্বা মন্দিরে, একাগ্রতা চিত্তে সাধ মন স্থিরে।
'বালা' বলে এই অনিত্য শরীরে, রয়ো না রয়ো না হয়ে অচেতন ॥

(৪৭)

রামপ্রসাদী—দাদরা

আর কেন মন, ভয়টা কারে ; বদন ভরে ডাক শ্যামা-মারে ॥
কালীতত্ত্বে তত্ত্বী যে জন সে কি লিপ্ত এ সংসারে,
সে যে কালীনামে অস্ত্র ধরে আটটা কাটে ছটা মারে।
চাঁদের পিঠে বানকে দিয়ে, ভাবের ঘরে পূজ মারে,
শশীর পরে নেত্র 'বালা' বসে পাবি আপন ঘরে ॥

(৪৮)

ভৈরবী—যৎ

প্রেমে কিনা করে মন,
ও মন-মাতঙ্গ, ত্যজ আতঙ্ক, তুমি সাধিলে হইবে সিদ্ধ, প্রসিদ্ধ বচন,
করে শবাশ্রয়, সর্পে রজ্জু হয়, দেখ সামান্য প্রেমেতে ঘটে অঘটন ঘটন।
সে পরমপ্রেমে ত্যজ না ভ্রমে, সে যে বিরহরহিত প্রেম সদা সুধাবরিষণ।
হয়ে ভূপতি পায় দুর্গতি, বারেক করিতে কুলবতী সম্ভাষণ ॥
সকলে দোষে, ভাষে অযশে, হয়ে দেবরাজ ধরে সহস্রলোচন।
প্রেমের খাতিরে পাষাণ বয় শিরে, ব্রহ্মাণ্ডশিরে করিছে সাধন ॥
পূর্ণানন্দ তায়, পূর্ণানন্দে রয়, ব্রহ্মানন্দ হয় এ প্রেমের মহাজন।
সর্ব্বানন্দ তায়, আশ্চর্য্য দেখায়, অমানিশিতে পূর্ণশশীর মিলন ॥
ও রামপ্রসাদ পায় রে বেড়াবাঁধায়,
প্রেমের প্রেমিক হয়, ইথে রামকৃষ্ণ রাজন।
আরো বর্ত্তমান, কাশীতে প্রমাণ, ও মন দেখিলে ত্রৈলঙ্গেশ্বরাচরণ ॥

(৪৯)

কাফি—কাহারবা

বলে বলুক মন্দ লোকে আমাকে,
তাতে মন ভুলনাকো আপনি আপনাকে।
ধরেছ তো ধরে থাক ধরেছ যাঁকে ॥
মন্দ লোকে সন্দ করে কয় মন্দ ভালকে।
সে কথায় কি এসে যায় ডাক শ্যামা মাকে ॥
ভদ্রে কখন মন্দ কয় না যদি দেখে চোখে।
মন্দ কথা শুনে না সে হস্তে কর্ণ ঢাকে ॥
মন্দ লোকে নিন্দা করে, আপনার পাপে আপনি মরে।
গুরুপুত্র আনিতে যমপুরে, হরি তরালেন না নিন্দুকে ॥
পাপ ক্ষয় হয় জানি বৃথা কলঙ্কে,
'নিন্দুকা হি মহাভারা' লিখে শ্লোকে ;
সাধিতে কি বাধা মনে মানে সাধকে,
কি করিতে পারে তারে পাপতাপ শোকে ॥
সে যে সদানন্দপুরে সদানন্দে বাস করে,
সদা থাকে লোকান্তরে লোকালয়ে থেকে,
'বালা'র রসনা যেন সদা রসে থাকে,
নীরসে বিরস বাক্য না বলে কাহাকে ॥

(৫০)

ঝিঁঝিট (রামপ্রসাদী)—দাদরা

কে বলে কালীকে কাল, কালী কাল নয় রে।
ভাবিলে সে কালী হৃদে, কালি দূরে যায়রে,
অপরূপ রূপঘটা যেন শতসূর্য্য ছটা,
ভেদ করে ব্রহ্মকটা, ব্রহ্মতেজোময় রে।

স্বরূপে কহে 'কিঙ্করী', কালী কালী রূপ ধরি,
বাম করে অসি করি, নাশে কালভয় রে ॥

(৫১)

দেশ—ঝাঁপতাল

কালী কালী কালী বলে কালী ডাকি তাই।
যখন কালী কালী বলি সব যন্ত্রণা এড়াই ॥
যখন তোমায় ডাকতে থাকি, তখন হই মা পরম সুখী,
তাই গো কালী, তোরে ডাকি রাজ্যবাঞ্ছা ইথে নাই।
অন্য বাঞ্ছা নাই বিমলা, 'বালা'র বাঞ্ছা গিরিবালা,
শবপরে শশীভালা, যেন মা হেরি সদাই ॥

(৫২)

ভৈরবী—যৎ

কা চিন্তা রণে মরণে, বিহরে যার কালী মনে,
মনের ধনে ধনী সে যে, তুচ্ছ তার সামান্য ধনে ॥
ভববিভব বিভব, বিভব যার অনুভব,
তার কাছে পরাস্ত ভব পরাভব হয় শমনে।
বাহিরে নহে সে ধন, যে করিবে তা হরণ,
করিয়া অতি যতনে রাখিয়াছি সে রতনে ॥
কেবা পায় এ 'বালা'রে, বালা জয়ী ত্রিসংসারে,
এ গোবধ অবলারে, কেন কর অকারণে ॥

(৫৩)

সোহিনী—ত্রিতাল

সমরে ভয় কিরে মন, ভাব অনুক্ষণ
রণোন্মত্তা রণপ্রিয়ার রাঙা দুটি শ্রীচরণ।

স্মরয়ে স্মরারি নারী, অসাধ্য কিবা তাঁহারি,
রসনায় নাম-অস্ত্র ধরি, কররে রিপু নিধন ॥
বার বার রেখেছে যেই, এবারেও রাখিবে সেই,
সে বিনা আর গতি নেই, যেই পায় সেই ধন ॥
ভাব রে ষোড়শী বালা, অসিকরা শশীভালা,
নীরদ-বরণোজালা পদে পড়ি ত্রিলোচন ॥

(৫৪)

ভৈরব—কাহারবা

কাতরে তারো তারা, দিগম্বরা বাঘাম্বরা,
কভু সুভূষা অম্বরা, ভয়ঙ্করা ভয়হরা, অভয়ে ভবদারা।
অসিধরা শশীধরা, দিগকরা, বেদকরা,
বসুকরা বসুন্ধরা, বসুন্ধরা-ধরা ॥
ত্বং জঙ্গম অচল, ত্বং বায়ু বহ্নি জল,
কি স্তুতি তোমার বল, ত্বং হি সর্ব্বসারা ॥
দক্ষাচল সিন্ধুবালা, যুবা বৃদ্ধা প্রৌঢ়া বালা,
অসি কলা রক্ষ 'বালা' নন্দানন্দকরা ॥

(৫৫)

দেশ—ঝাঁপতাল

ত্যাগী জনে ত্যাগ করিলে ভাবিব না আর।
তুমি মাত্র থেক আমার, আমাকে ভেবো তোমার ॥
স্বসা সুত আদি করে, ত্যাগ করে মা মলে পরে,
তখন তুমি কোলে করে তারিণি, কর নিস্তার।
যারা ত্যাগ করিবে অন্তে, না হয় ত্যাগ করিল জ্যান্তে,
স্থান দিয়ে শ্রীপদপ্রান্তে, রক্ষ তনয়া তোমার ॥

বিয়োগী সহজে যোগী, যোগী হব হয়ে ত্যাগী,
রাগারাগি ভাগাভাগি প্রয়োজন কি তার।
এবার সার বুঝেছে 'বালা', ঘুচাইব সব জ্বালা,
ধরি কালীপদ-ভেলা হয়ে যাব ভবপার ॥

(৫৬)

বসন্ত—দাদরা

যোগযুক্তা যোগেশ্বরী যোগিনী এবার হয়েছি।
যোগবলে পাব বলে, মা আমি সব ত্যজেছি ॥
আছে যে ইন্দ্রিয়গণ, করেছি তার পীড়ন।
দ্বিদলবাসী যে মন, কালীচরণে সঁপেছি ॥
নিবৃত্তিকে ভস্ম করে মেখেছি এ কলেবরে।
কৌপিন ভাবি অম্বরে, চিকুরে জটা ভেবেছি ॥
'কিঙ্করী' চরণে কয়, বৃক্ষমূলে ভাবি আলয়।
রেখেছি কি ভবের ভয়, ভবানী হৃদে ধরেছি ॥

(৫৭)

ঝিঁঝিট—খং

উদ্যোগী হইয়া যোগী হওয়া ত হলো না গো মা,
তা বলে কি কাত্যায়নী সাধিকার নহে সাধনা।
মনেতে করেছি বন, বনেতে কি প্রয়োজন,
জনালয়েতে নির্জ্জন ডাকি শ্যামা ত্রিনয়না ॥
লোকদেখানো ভস্ম মেখে, কি কার্য্য অরণ্যে থেকে,
মনেতে জঙ্গল রেখে, ঘুচে কি ভবযাতনা।
মনেরে করিয়ে রাজী, 'বালা' হবে কাজের কাজী,
মিছে বাহ্যে সজ্জা সাজি, কাজ কি আমার লোকজানানা ॥

(৫৮)

কাফি—ত্রিতাল

জাননা গো কেমন নামের জোর,
এবার মানবো না আর কোন ওজোর।
আমি তো মা এগিয়ে আছি
লয়ে ঝোলা কৌপিন ডোর।
জগৎ-মাতা তুমি মাতা জানবো কেমন দয়া গো তোর।
কালী কালী কালী নামে
যখন আমি হয়ে যাই ভোর,
তখন জ্ঞান থাকে না ত্রিনয়না, কখন সন্ধ্যা, কখন ভোর॥

(৫৯)

কাফি—কাহারবা

কালী ভরসা তোমার।
বিনা পরম পাতা, পরমেশী মাতা, বল মা কেবা আছে আর।
এই পৃথিবীতে, সুখী সকলেতে, জন্মাবধি গেল কাঁদিতে ভাবিতে,
দয়াময়ী নাম, দয়া নাই কি চিতে, হরিতে দুঃখ আমার।
তবু মুখ চেয়ে, আছি এ আলয়ে, তব পদে মম ভার॥
আমাদের জেতে, স্বামী অন্ন খেতে নিষেধ করেছ তাত বিধিমতে,
ক্ষমতা না দেছ তাঁরে অন্ন দিতে, সদা করি হাহাকার।
নিরাশ্রয়াশ্রয়া, তুমি গো অভয়া, জানা যাবে এইবার॥

(৬০)

কাফি—ত্রিতাল

মা! কে তোমাকে বলে ত্রিনয়নী?
প্রত্যক্ষেতে দেখি, তুমি গো একচোখী,
ভক্তে দিলি ফাঁকি, ভবমোহিনী।

দয়াময়ী নাম, দীনা প্রতি বাম, সদা অভিলাষ ধনবান-ধাম,
তারা, তব পদে সহস্র প্রণাম, নও বিশ্বমাতা, দস্যুজননী ॥
খেদে কয় 'বালা', কি বিষম জ্বালা,
ফুরায়ে কি গেল মা, আমার মা-বলা,
বেদে তোরে কয় ভকতবৎসলা,
মা, আমার কপালে মিথ্যা কি সে বাণী ॥

(৬১)

ভৈরবী—যৎ

চুরি গেল মন্দিরে।
কি সাহসে কোন চোর এসে আভরণ তোর নিল হরে ॥
একি চুরি অসম্ভব, প্রহরী কালভৈরব,
নিদ্রাবেশে তাঁকে শব তখন কি রাখিলে করে।
তস্করের কি শুভাদৃষ্ট, না হেরে প্রহরী অষ্ট,
করিতে তার কষ্ট নষ্ট, তাই না ধরে নিশাচরে ॥
অসাধু সুসাধু মাতা, অয়ি হিমাদ্রি-দুহিতা,
হইয়ে হর-বনিতা বিহর মা, হরের উরে ॥
পরের ধন পরেরে দিয়ে, বসলি এক রঙ্গ বাধায়ে,
ভালা রঙ্গদারের মেয়ে, এত দয়া কেন চোরে ॥

(৬২)

রাগিণী—যোগিয়া

শম্ভু বিরূপাক্ষ হর।
তুমি অগতির গতি পশুপতি, আশু কৃপা কর ॥
ইদানীং কলিযুগেতে, বাস চন্দ্রশেখরেতে,
পাপীতাপী তরাইতে তুমি হে চন্দ্রশেখর ॥

তব বাড়বাকুণ্ডের জলে প্রত্যক্ষ খেলে অনলে,
ভৈরবকুণ্ডেতে দধি নিকলে, দেখিতে সে চমৎকার ॥
শিরে-বেড়া অষ্টশক্তি, দিতে জগজনে মুক্তি,
স্বর্ণরেখা ভাগীরথী, কিবা শোভা লিঙ্গোপর ॥
কালী দুর্গা হর গৌরী, জ্যোতির্ম্ময় শোভে গিরি,
পাদ গয়া আছে তথা আরো উনকোটীশ্বর।
সীতাকুণ্ড মধুকুণ্ড সূর্য্যকুণ্ড চন্দ্রকুণ্ড,
ব্রহ্মকুণ্ড লবণাক্ত, কুণ্ড গুরুর ধুনি আর।
ব্যাসকুণ্ড ব্যাসদেব লয়ে চণ্ডীভৈরব,
মেষ ছাগ বলি সব, দেয় তথা বহুতর ॥
অতি উচ্চ সে শিখর, কাছে লবণসাগর,
কতরূপ রূপ ধর, শঙ্কর চরাচর ॥

শ্রীশ্রীপশুপতি-স্তব

শিব সর্ব্বাধারে ধরা-মূর্ত্তিধর।
ভব মূর্ত্তিজল জল-চক্র চর ॥
নাভি-পদ্ম-সুবেষ্টিত চক্রবাসী।
নমো রুদ্ররূপ তেজ বহ্নিরাশি ॥
বায়ুমূর্ত্তি হৃদাম্বুজে উগ্রবেশে।
নমো ভীমাকাশাকার কণ্ঠদেশে ॥

শ্রীশ্রীপশুপতি-স্তবটি গিরিবালা দেবীরই রচিত, কিন্তু "নামসারে"র অন্তর্ভুক্ত নহে; গৌরীমাতাজীর প্রিয় বলিয়া এই স্তবটি এইবার নামসারে যুক্ত করা হইল।

দ্বিদলাম্বুজাধিপতি চিত্তবর।
যজমান পশুপতি-মূর্ত্তিধর॥
খরপুঞ্জ-প্রভাকর অঙ্গাভাসে।
নমেশানারুণাকার দৃষ্টাকাশে॥১০
শিরচক্রে বিহরতু ধ্বান্ত-হর।
মহাদেব নমো সোম-মূর্ত্তিধর॥
সহস্র-দলাম্বুজ-বাসকারী।
নমো রুদ্ররূপ গুরো ব্রহ্মচারী॥
নানাবেশধারী নানাচারাচারী;
পরমামৃত রসপ্রদানকারী॥
কাল দণ্ডকারী কালদণ্ডধারী।
কালদণ্ড প্রচণ্ড সুখণ্ডকারী॥
জয় ইষ্টদেব লোক ইষ্টকারী।
রিপু-মর্দ্দন দুর্জ্জন-দর্পহারী॥২০
জয় ঈশান বিষাণ-গান-সুখে।
বব বম্ বব বম্ বব পঞ্চমুখে॥
ঢক ঢক্ক ঢক হাড়-হার গলে।
ধক ধক্ক ধক ভালে বহ্নি জ্বলে॥
কল কল্ল কল শিরে গঙ্গাজল।
ঢল ঢল্ল ঢল ভাবে ঢলঢল॥
চক চক্ক ফণি-মণি ধ্বান্ত হরে।
ডুগু ডুগ্গু ডমরু বাদ্য করে॥
কিবা রম্য ঘটা শিরে দীর্ঘ জটা।
ঘন ঘর্ষিত ঘর্ঘর ঘোর ঘটা॥৩০

করে শোভিত বিচিত্র অক্ষমালা।
সদা লম্বিত কক্ষেতে ব্যাঘ্রছালা॥
চিতাভস্ম ভূষাঙ্গে ভুজঙ্গধর।
ত্রিলোকার্চ্চিত ভীম ত্রিশূল-কর॥
তারা-কান্ত-হর তারাকান্ত-ধর।
হর গঙ্গাধর হর শৃঙ্গধর॥
হর চিন্তা হর হর দুঃখ হর।
হর রোগ হর হর শোক হর॥
কাল-কল্পতরু কাল-দর্পহর।
ভাবি গুপ্তভাবে ভাব ব্যক্ত কর॥৪০
কাল-দর্পহারী কাল দর্পহর।
জয় সাধক-সাধন-শঙ্কাহর॥
পাশযুক্ত কর পাশ মুক্ত কর।
জয়যুক্ত কর হর মুক্ত কর॥
বিভু বিশ্ববিনাশক বিশ্বধাতা।
চিদানন্দময় চিদানন্দ দাতা॥
মহাহংসরূপ মহা-অংশ রূপ।
জয় অশ্মরূপ শিব স্ব-স্বরূপ॥
বেদ-বর্ণময় মহাসিদ্ধ মনু।
মনু-মন্ত্র-ময় চারু রম্য তনু॥৫০
তনু-সুন্দর শঙ্করী-মন্মথ হে।
রূপ-মন্মথ মন্মথ-মন্মথ হে॥
জয় নির্ভয় নির্ম্মূল নির্ম্মল হে।
ভোলানাথ ভাবে ভাব-বিহ্বল হে॥

জয় ভূত-প্রমথ-পিশাচ-পতে।
পরমার্থপদার্থ যথার্থ মতে॥
দীন দয়াময় করুণাসিন্ধু।
বিতর হে শঙ্কর করুণাবিন্দু॥
করুণাং কুরু শৈলজা-বল্লভ হে।
পদ-পল্লব সংসার-দুর্লভ হে॥৬০
মরণ-হরণ তব চরণ-কমলে।
হর তারয় সংশয়-সিন্ধুজলে॥
বোধদাত্রী-গায়ত্রী-সাবিত্রী-ধব।
কালাসন্নে প্রপন্নে প্রসন্নো ভব॥
ভব! রক্ষয় মাং শরণাগত হে।
কালমাগতমাগতমাগত হে॥
ভীতা কাতরী 'কিঙ্করী' শঙ্কর হে।
ভয় সংহর সংহর সংহর হে॥৬৮॥